সাতদিন

৪ এপ্রিল : ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রদলের সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক আহত হয়।

৫ এপ্রিল : মার্কিন কোম্পানি ইউনোকলের ১৯৯৯ সালে আবিষ্কৃত মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু হয়।

৬ এপ্রিল : গোপালগঞ্জের কাশীয়ানীতে পুণ্য স্নানের সময় হুড়োহুড়িতে পদদলিত হয়ে ৫ জন নিহত হয়।

৭ এপ্রিল : চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ঢাকা পৌঁছান। সহযোগিতা বাড়াতে চীন-বাংলাদেশ ৯টি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

৮ এপ্রিল : অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেছেন, এ মাসেই নতুন বেতন স্কেল ঘোষণা করা হবে এবং আগামী ৩ বছরে তা বাস্তবায়িত হবে।

বরিশালে একটি মাদ্রাসার পেছন থেকে মাটি খুঁড়ে দুই ট্রাঙ্ক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

৯ এপ্রিল : লঞ্চের ধাক্কার আড়িয়াল খাঁ নদে একটি যাত্রীবাহী ট্রলার ডুবে যায়। দুর্ঘটনায় অর্ধশতাধিক মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জোট সরকারের অন্যতম শরিক ইসলামী ঐক্যজোট চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী ঘোষণা করে।

১০ এপ্রিল : বিদেশী একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বিরোধকে কেন্দ্র করে সাভার ইপিজেডে সংঘর্ষ হয়। এতে ৩ শতাধিক আহত হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ১০টি কক্ষের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে।

একটি ছাত্র সংগঠনের কান্ড

সরকারদলীয় বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। গত ১০ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে ছাত্রদলের সশস্ত্র অস্ত্রধারীদের তান্ডবে। ছাত্রদল ক্যাডাররা প্রশাসন ভবনে উপাচার্য, ছাত্র উপদেষ্টা, প্রক্টর অফিস, দ্বিতীয় বিজ্ঞান ভবনে প্রাণরসায়ন ও আণবিক জীববিজ্ঞান, ফার্মেসি, ভূতত্ত্ব ও খাদ্য বিভাগ টিএসসি, জনসংযোগ দপ্তর এবং ডিএস কমপ্লেক্সে ব্যাপক ভাঙচুর ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক, রাবির বিতর্কিত ও সাংবাদিক নিগ্রহকারী প্রাণরসায়ন ও আণবিক জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর নূরুল আবসারের ব্যক্তিগত চেম্বার ও বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে ভাঙচুর শেষে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এ ঘটনার পর দুপুরে ক্যাম্পাসে উপাচার্যপন্থী শিক্ষক-কর্মকর্তা, ছাত্রদলের একাংশ উপ-উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করে রাখে। তারা উপ-উপাচার্য প্রফেসর একেএম শাহাদাৎ হোসেন মন্ডলের পদত্যাগ দাবি করে। শনিবার রাবির খেলোয়াড়, শিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য ছাত্রদলের নেতারা গত কয়েক দিন আগেই এসব নির্বাচন কমিটির তালিকা সরবরাহ করে। শিল্পী, খেলোয়াড় ও মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ১৩০ জনকে মনোনীত করা হলেও ছাত্রদলের একটি অংশের নেতারা দেড় শতাধিক ছাত্রের কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়।

কিন্তু শনিবার ঐ সব ফল প্রকাশ হলে তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রার্থীদের তালিকায় নাম না থানায় তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এছাড়া ভিসি প্যানেল নিয়ে ছাত্রদলের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এক গ্রুপের প্রার্থী প্রফেসর নূরুল আবসার এগিয়ে গেলে প্রতিপক্ষ গ্রুপ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদলের আনোয়ার সাদাত আলো, গোলাম মোস্তফা তুহিন, রানা, সোহলে, সেলিমসহ ৩০/৪০ জনের একটি গ্রুপ নূরুল আবসারের কক্ষে গিয়ে ভাঙচুর করে এবং পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

অপর গ্রুপ উপ-উপাচার্যের দপ্তরে গিয়ে ঘটনার প্রতিবাদ এবং দোষী ছাত্রদল নেতাদের অবিলম্বের গ্রেপ্তারের আহ্বান জানায়।

ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে রেখেছে। কখনও শিবিরের সহযোগিতায় আবার কখনও একাকী সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা ছাত্রদলের জন্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। তবে ভর্তি কোটায় ছাত্রদের কাছে চাঁদাবাজি করে শিক্ষকদের ওপর হামলা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙচুর করা নিঃসন্দেহে তাদের রাজনীতির সঙ্গে নতুন সংযোজন হলো ছাত্রদলের লাগামহীন সন্ত্রাসী তৎপরতা। সরকারের উচিত এখনই এর লেজ টেনে ধরা।

সাভার ট্র্যাজেডি

সাভার ইপিজেড সংলগ্ন পলাশবাড়িতে সাহারা ফেব্রিক্স নামে একটি গার্মেন্টসের ৯ তলা ভবন গত ১০ এপ্রিল রাত ১টা ৫ মিনিটে বয়েলার বিস্ফোরণে ধসে পড়ে। এতে ৫ থেকে ৬শ' গার্মেন্টস কর্মী চাপা পড়েছে বলে স্থানীয়রা জানায়।

৯ তলা ভবন ধসে পড়ার পরপরই সেনাবাহিনী, দমকল বাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনী উদ্ধার কাজ শুরু করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ধসে পড়া ভবন থেকে ২০টি লাশ ও ৯৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে।

উদ্ধার কর্মীরা জানায়, এ রকম বৃহৎ ভবন ধসে পড়ার ঘটনা আমাদের দেশে এটিই প্রথম। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে জীবিত এবং মৃতদের উদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট যন্ত্রপাতি দেশে নেই। পার্শ্ববর্তী দেশে আছে। সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, বাংলাদেশের অ্যাকশন এইড দুর্ঘটনার পরপরই ভারতের অ্যাকশন এইডের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ভারত এই উদ্ধার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও দুই দেশের মধ্যে যন্ত্রপাতি আনা নেয়ার ব্যাপারে আইনি জটিলতা থাকায় বিষয়টি এগুচ্ছে না বলে সূত্র জানায়। অবিলম্বে যদি সরকার যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা না করে তবে সম্ভাব্য ৫ থেকে ৬শ' আটকে পরা মানুষের করুণ মৃত্যু চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করা সম্ভব নয়।

এদিকে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশ, বিডিআর, দমকল বাহিনী ঘটনার পর থেকেই উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্ধারকারীরা জানায়, আমাদের দেশে যে প্রযুক্তি আছে তা দিয়ে আগামী ৪৮ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৯ তলা ভবনের ৩ তলা পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব।

স্থানীয় সূত্র মতে, সাভার ইপিজেড সংলগ্ন পলাশবাড়িতে অবস্থিত সাহারা ফেব্রিক্স গার্মেন্টসে ঘটনার রাতে ৫ থেকে ৬শ শ্রমিক কাজ করছিল। দুর্ঘটনার পরপর ৪০-৫০ জন শ্রমিক বের হয়ে আসতে পেরেছে। বাকি শ্রমিকরা ভবনের ভেতরেই আটকা পড়েছে।

ভবন ধ্বংসের পর গত ১১ এপ্রিল দুপুর ১২টায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং নিহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবারকে সমবেদনা জানান। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা সরকার নেবে। তিনি স্থানীয় হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং সেখানে আহত ২২ জনকে সব ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পুলিশের আইজি, বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য তালুকদার তৈহিদ জং মুরাদ ও বিএনপির সংসদ সদস্য ডা. দেওয়ান সালাউদ্দিন আহমদ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান।

ত্রুটি পূর্ণ ভবন নির্মাণ এবং অপরিকল্পিতভাবে গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করায় এ দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে বিশেষজ্ঞরা জানান।

মংলা বন্দরের ১১ মাফিয়া ব্যবস্থা নিতে সংসদীয় কমিটির সুপারিশ

মংলা বন্দরকে বাঁচাতে ১১ মাফিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাসহ বন্দরে শ্রমিক কমানো এবং জাহাজের মাল খালাস ও বোঝাই করার সময় র‍্যাব মোতায়েনের সুপারিশ করেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। গত ৩ এপ্রিল সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত এক নিয়মিত বৈঠকে এ সুপারিশ করা হয়।

কমিটির সূত্রে জানা গেছে, মংলা বন্দরকে জিম্মি করে যে মাফিয়াচক্র ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ১১ জন প্রাথমিকভাবে শনাক্ত হওয়ার পর সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে তাদের নামের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই তাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেছে।

এদিকে ১১ মাফিয়ার নামের তালিকা জাতীয় দৈনিক 'সংবাদ' ও দৈনিক 'নয়া দিগন্ত' সংসদীয় কমিটির কয়েকজনের নাম প্রকাশ করেছে।

অবশ্য এর আগে সাপ্তাহিক ২০০০-এ ৪ মার্চ সংখ্যায় ১১ মাফিয়ার নিয়ন্ত্রণে মংলা বন্দর শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে ১১ জন মাফিয়ার নাম ও কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়েছিল। সেই নামের তালিকার সঙ্গে সংসদীয় কমিটির নামের তালিকার সাদৃশ্য দেখা যায়। এদিকে মংলা বন্দর এলাকায় র‍্যাবসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে ।

ফলোআপ

কম্পিউটার গেমসে বাংলাদেশ জঙ্গি

সাপ্তাহিক ২০০০-এ গত ৩১ মার্চ সংখ্যার প্রকাশিত 'কম্পিউটার গেমসে বাংলাদেশ জঙ্গি' লেখাটি সর্বমহলে বেশ আলোচিত হয়। লক্ষ্য করা যায় সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা। একটি গোয়েন্দা সংস্থার তিনজন সদস্য সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে এসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। কিভাবে আরো তথ্য পাওয়া যায়, গেমটির ডেভেলপার কারা, কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তিবিষয়ক মন্ত্রী মঈন খানও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদকের সঙ্গে তার দপ্তরে গত ১১ এপ্রিল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন, 'আমরা শুধু প্রতিবাদই করবো না, প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক আদালতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে মামলা দায়ের করবো।' প্রতিবেদনটি প্রকাশ হওয়ার পর অনলাইনে প্রচুর পাঠক ইমেইল এবং ওয়েব ফোরামের ww.scea.com এবং www.socm3.com) মাধ্যমে সনির এই অমার্জনীয় আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, মনির প্লেস্টেশন টু'র জন্য সনি কম্পিউটার এন্টারটেইনমেন্ট আমেরিকা ইনকরপোরেশন (SCEA) সম্প্রতি socom3.com নামে একটি গেম তৈরি করে। গেমটিতে বাংলাদেশকে সন্ত্রাসবাদীর ঘাঁটি হিসেবে দেখানো হয়।

ফাইন্যান্সার চাই

ফাইন্যান্সার চাই। শিল্প স্থাপনে আগ্রহী। মহিলা শিল্প উদ্যোক্তরাও যোগাযোগ করতে পারেন।- **আলম ০১৮৮০৮০৬২৪**

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

‘আমরা বুঝতে পারিনি টিএন্ডটি মোবাইলের এতো চাহিদা হবে, এতো মানুষ ভিড় করবে’

মোঃ ওবাইদুল্লাহ প্রকল্প পরিচালক, টেলিটক লি:

সাপ্তাহিক ২০০০ : হঠাৎ করে ফরম বিতরণ বন্ধ করে দিলেন কেন?

মোঃ ওবাইদুল্লাহ : চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আবার শুরু হবে।

২০০০ : ফরম বিতরণ নিয়ে এতো হুলস্থুল হলো। অনেক হয়রানির পরে গুটি কয়েক মানুষ ফরম পেল?

ওবাইদুল্লাহ : আমরা বুঝতে পারিনি এতো চাহিদা হবে, এতো মানুষ ভিড় করবে। আগামীতে মানুষের ভোগান্তি যাতে কমানো যায় সে চেষ্টা করবো। অন্তত বেশ কিছু বিতরণ কেন্দ্র বাড়াতে চাই।

২০০০ : টিএন্ডটি কর্মচারীদের সিবিএ টেলিটকের বিরোধিতা করছে। তাদের কোনো কোনো নেতা নাকি ১-২শ’ ফরম নিয়ে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছে?

ওবাইদুল্লাহ : বিষয়টি আমার জানা নেই। ওনারা একটা দাবি করছেন। কিন্তু আমি মনে করি, ভবিষ্যতে ওনারা আমাদের সহায়তা করবেন। কারণ মানুষ এটা চাইছে। জনগণের এই চাহিদার প্রতি ওনাদের শ্রদ্ধা থাকবে এটা আমি বিশ্বাস করি।

২০০০ : টেলিটকের নেটওয়ার্ক ও সুবিধাদি কেমন?

ওবাইদুল্লাহ : ৫০টি জেলায় নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। অন্য জেলাগুলোতেও পর্যায়ক্রমে হবে। অন্যান্য অপারেটেরা যেসব সুবিধা দিচ্ছে প্রায় সব সুবিধাই আমরা দিচ্ছি। কিছু বাড়তি সুবিধা কেউ কেউ দিচ্ছে। যেমন ‘নিউজ সার্ভিস’ ইত্যাদি আমরা এখনো দিতে পারছি না।

তবে যে কারণে এই ফোনের চাহিদা এতো বেশি তা হচ্ছে কলরেট কম এবং টিএন্ডটি ইনকামিং ফ্রি। দামও মানুষের নাগালের মধ্যে।

২০০০ : চাহিদা বেশি, সেহেতু সংযোগ ক্যাপসিটি আরো বাড়ানো প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কি ভাবা হচ্ছে?

ওবাইদুল্লাহ : নীতি নির্ধারকগণ নিশ্চয়ই বিষয়টি ভাবছেন। সংযোগ বাড়াতে হলে আরো বিনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু অর্থ টেলিটকের কাছে নেই। সরকার অর্থ বরাদ্দ করবে। অথবা কোনো ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি করা হবে যাতে তারা বিনিয়োগ করে।

২০০০ : টেলিটক আসতে এতো দেরি হল কেন?

ওবাইদুল্লাহ : মন্ত্রী মহোদয়সহ টিএন্ডটি সংশ্লিষ্ট সকলে আমরা কাজ করেছি। মন্ত্রী মহোদয়ের বিশেষ উদ্যোগের ফলে এখন এটা গ্রাহকদের হাতে পৌঁছেছে।

আমরা কখনো মোবাইল অপারেট করিনি। এই অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে কোনো কোনো কাজে হয়তো একটু সময় লেগেছে।

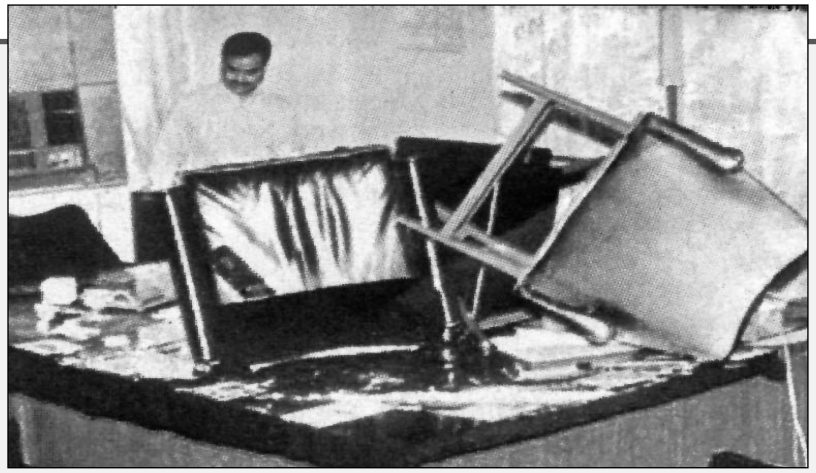

র‍্যাংকসটেল গ্রামীণফোন চুক্তিবদ্ধ

র‍্যাংগস গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান র‍্যাংকসটেল, গ্রামীণফোনের সঙ্গে আন্তঃসংযোগ চুক্তি সম্পাদন করে। র‍্যাংকসটেলের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন র‍্যাংগস গ্রুপের চেয়ারম্যান এ রউফ চৌধুরী এবং গ্রামীণফোনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন গ্রামীণফোনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এরিক অস্। এই চুক্তি উভয়পক্ষের নেটওয়ার্ক পরস্পরের প্রবেশাধিকার ও রেভিনিউ শেয়ার সংরক্ষণ করবে। উল্লেখ্য, র‍্যাংকসটেল বাংলাদেশে (কেন্দ্রীয় জোন বাদে) পিএসটিএন সেবা প্রদানের জন্য অনুমতি পেয়েছে এবং কেন্দ্রীয় জোনের লাইসেন্সের জন্য অপেক্ষা করছে। র‍্যাংকসটেল খুব শিগগিরই সেবা প্রদান শুরু করবে এবং গ্রামীণফোনের সঙ্গে এই চুক্তি তা আরো ত্বরান্বিত করবে। ৩০ মার্চ গ্রামীণফোন অফিসে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে র‍্যাংকসটেলের চিফ অপারেটিং অফিসার জাকারিয়া স্বপন এবং গ্রামীণফোনের ব্যবস্থাপনা এরিক অস্ পরস্পরের মধ্যে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণফোনের পরিচালক কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স খালিদ হাসান, উপদেষ্টা কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স এসএটিএম বদরুল হক, উপ মহাব্যবস্থাপক লিগ্যাল শারমিনি আব্বাসী ও ব্যবস্থাপক কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স কাজী মোঃ সাইফুল আলম এবং র‍্যাংকসটেলের মহাব্যবস্থাপক ইঞ্জিনিয়ারিং মুতাসিম বিল্লাহ্ ও ব্যবস্থাপক কোর মার্কেটিং এ কে এম মহিউদ্দিন।